একক ৫ ❐ পদ্মাবতী

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ সারাংশ
৫.৩ র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ অংশে সমাজচিত্র
৫.৪ আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহখণ্ড—র-সেনের দেশে প্রত্যাবর্তন) অংশ প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা
৫.৫ র-সেনের বিবাহখণ্ড—চিতোর আগমন খণ্ড অংশের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিষয়ের আলোচনা
৫.৫.১ সধ্রুবা প্রবন্ধসঙ্গীত
৫.৫.১ পদ্মা—সমুদ্র খণ্ড অংশটির বৈশিষ্ট্য
৫.৫.১ পদ্মাবতী—র-সেন বিবাহখণ্ড চিতোর আগমন খণ্ড পর্যায়ে আলাওলের সুফি ভাবনার প্রকাশ
৫.৬ টীকা (নাগমতির বারমাস্যা, শুকপাখি)
৫.৭ "চিতোর আগমন খণ্ডে" পদ্মাবতীর খণ্ডিতা রূপের পরিচয়
৫.৮ আলাওলের কাব্যের রোমান্স রস পাঠ্যাংশ
৫.৯ সাথী খণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
৫.১০ অনুশীলনী
৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৫.০ উদ্দেশ্য

সপ্তদশ শতাব্দীর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতা রূপে দৌলত কাজি ও সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের দুজন প্রখ্যাত কবি। এঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরাকান ও রোসাঙের রাজা ও অমাত্যবৃন্দ। ইসলামি প্রেম-কাব্যগুলি মুখ্যত আরবি-ফারসি ও হিন্দি কাহিনি অবলম্বনে রচিত। আগেই চট্টগ্রামে বাংলা সাহিত্যচর্চার ঐস্লামিক আবহ গড়ে ওঠে। চট্টগ্রামের সীমা পেরিয়ে রোসাঙের মগ ও বৌদ্ধ রাজাদের নির্দেশেই প্রকাশিত হয় ইসলামি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্যগুলি। মুখ্যত সুফি ধর্মের রূপকে এই আখ্যানকাব্যগুলি রচিত হলেও, এই সাহিত্য মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলির বাইরে রোমান্টিক প্রণয়গাথা রচনাই কবিদের উদ্দেশ্য।

৫.১ প্রস্তাবনা

রোসাঙ রাজসভার কবি দৌলত কাজি : দৌলত কাজি রোসাঙ রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন 'লোর চন্দ্রাণী' নামে একটি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য। আকস্মিক মৃত্যুতে কবি তাঁর কাব্য শেষ করে যেতে পারেনি। পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল দৌলত কাজির অসমাপ্ত 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যটি সমাপ্ত করেন।

'পদ্মাবতী' কাব্যের লেখক আলাওলের জীবনকথা : কবির জীবন প্রথম থেকেই সংঘাতময়। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ফতেহাবাদ পরগণার (বর্তমান ফরিদপুর জেলা) জালালপুরে কবির জন্ম। মজলিস কুতুব তখন ফতেহাবাদের শাসনকর্তা। আলাওলের পিতা ছিলেন তাঁর অমাত্য। কোনো কাজে কবি পিতার সঙ্গে স্থানান্তরে যাত্রা করেন জলপথে। পথে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের কবলে পড়ে কবির পিতা নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে মারা যান। বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের পর রোসাঙে আসেন আলাওল। এখানে কবি প্রথমে রোসাঙরাজের 'রাজ-আসোয়ার' অর্থাৎ দেহরক্ষী রূপে নিযুক্ত হন। রোসাঙের রাজ-অমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী' কাব্যটি রচিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল'। মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হওয়ায় কবি শিশু রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার প্রধান অমাত্য সোলায়মানের নির্দেশে দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যটি শেষ করেন ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে। আলাওলের পরবর্তী কাব্য 'তোহফা' রচিত হয় ১৬৬৪ সালে। শ্রীচন্দ্র সুধর্মার (রাজত্বকাল ১৬৫২-৮৪ খ্রিঃ) 'সৈন্যমন্ত্রী' সৈয়দ মহম্মদের আদেশে আলাওল 'সপ্ত পয়কর' কাব্যটি রচনা করেন আনুমানিক ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে। এটি নিজামী পঞ্জভীর ফারসি কাব্য হফত পয়করের অনুবাদ। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে রোসাঙের রাজ-অমাত্য সৈয়দ মুসার নির্দেশে। তখন আলাওল বৃদ্ধ। এর আগেও কবির জীবনে নেমে এসেছিল দুঃখের ছায়া। শাহ সুজা এসময়ে ঔরংজেবের ভয়ে পালিয়ে এসে রোসাঙ রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহ সুজা রোসাঙ-রাজের বিরাগভাজন হয়ে সপরিবারে বিড়ম্বিত ন। কবির সঙ্গেও ছিল তাঁর হৃদ্যতা। আলাওল শাহ-সুজাকে সাহায্য করেছেন—মির্জা নামে এক দুষ্টমতি ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের অভিযোগে রাজনির্দেশে কবি পঞ্চাশ দিন ভোগ করেন কারাগারের দুঃসহ যন্ত্রণা। কবি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করেন দেখে রোসাঙের নতুন রাজসচিব মজলিস নবরাজের অনুগ্রহে রচনা করেন 'সেকান্দার নামা' কাব্য। এটিও নিজামির ফারসি কাব্যের অনুবাদ। দীর্ঘজীবী কবি এই কাব্যটি রচনার পর প্রয়াত হন।

আলাওলের জীবনের সৃষ্টিশীল পর্ব—(১) আলাওল রাজসভার কবি। অভিজাত শ্রেণির লোকেরাই তাঁর কাব্যের রসগ্রাহী পাঠক।

(২) আলাওল বহু ভাষাবিদ কবি। বাংলা ছাড়া ব্রজবুলি, সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসি ও আরবি ভাষায় পারঙ্গম। কবি জানতেন আরাকানের মঘী ভাষা।

(৩) মুখ্যত তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি ফারসি কাব্যের অনুবাদ। একমাত্র 'পদ্মাবতী' জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবতে'র অনুবাদ। পদ্মাবতীতে সংস্কৃত শ্লোক হয়তো কবির স্বরচিত এমন প্রকাশ করেছেন ওয়াকিল আহমদ। পদাবলিসাহিত্য ও ব্রজবুলিও ছিল কবির আয়ত্তে। 'পদ্মাবতী'তে আরবি পদবন্ধের অনুবাদ আছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তার জগতে কবির বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। বিষয় বৈচিত্র্যেও তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত। রসকাব্য, তত্ত্বকাব্য, সঙ্গীতশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা রাজকীয় ক্রীড়ায় পারদর্শী কবি আলাওল।

(৪) আলাওলের রচনায় আবেগের অংশ কম চিৎপ্রকর্ষ বেশি। তাঁর যৌবনের গ্রন্থ রাগ-তালনামা, পদাবলি ও পদ্মাবতী। 'পদ্মবতী' কাব্যে সরল কল্পনা ও আবেগের বিস্তার সংযত।

(৫) বুদ্ধির জগতে নাগরিক অভিজ্ঞতা কবিকে সচেতন করে দেয়। আরাকান রাজসভায় থাকার সময় আলাওল পেয়েছিলেন বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ। 'পদ্মাবতী'-তে রোসাঙ রাজসভায় আরবি, মিসরি, তুর্কি, হাবসি, রুমি, মোগল, পাঠান, বর্মা, শ্যাম, আরমানী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসিস, হিসপানি, পোর্তুগিজ প্রভৃতি বিচিত্র মানুষের সমাবেশ বর্ণনা করেছেন আলাওল। রাজসভার সাথে জড়িত কবি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। আলাওলের কবিমানস নির্মাণে এই অভিজ্ঞতার মূল্য ছিল অপরিসীম।

৫.২ সারাংশ

'পদ্মাবতী'র সমগ্র কাহিনি : শেখ মালিক মহম্মদ জায়সীর হিন্দিকাব্য পদুমাবতের রচনাকাল ৯২৭ মতান্তরে ৯৪৭ হিজরি। পদ্মবতী অনূদিত কাব্য হলেও স্থান বিশেষে নিজস্ব চিন্তাভাবনাও প্রকাশ করেছেন সৈয়দ আলাওল। দু'একটি অভিনব বিষয় সংযোজনের মধ্যে আছে কাকনুছ পক্ষীর বর্ণনা। মূল বক্তব্যের পাশে দু-চার চরণে যুক্ত হয়েছে কবির মনের কথা—এই পক্ষীবর্ণন অংশে।

সমৃদ্ধ সিংহল দ্বীপের রাজা গন্ধর্ব সেন। তাঁর প্রিয়তমা মহিষী চম্পাবতী। পদ্মাবতী তাঁদের একমাত্র কন্যা। সে বত্রিশ লক্ষণযুক্তা সুন্দরী কুমারী। সুরম্য প্রাসাদে সখীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রঙ্গারসে ও বিলাস-ব্যসনে পদ্মাবতীর দিন কাটে তার পিতৃগৃহে। রাজকুমারী পদ্মাবতী ও হীরামণি 'নানা রঙ্গে শুক সঙ্গে পড়ে শাস্ত্রবেদ'। ক্রমে পদ্মাবতী হয়ে উঠলেন সুন্দরী যুবতী। হীরামণির সাথে এ ব্যাপারে পদ্মাবতীর রসালাপ হত। রাজা গন্ধর্ব সেনের কাছে শুক ও পদ্মাবতীর সৌহার্দ্য একেবারেই পছন্দ হল না। হীরামণি এক 'মহান পণ্ডিত' শুকপাখি। পদ্মাবতীর নিত্য সহচর সে। এদিকে সিংহল—'নৃপতির আজ্ঞা হল শুক মারিবারে।' পদ্মাবতীর চেষ্টায় শুকের প্রাণ বাঁচল কিন্তু রাজার অন্তঃপুরে নিরাপত্তা না থাকায় শুক সুযোগ বুঝে পিঞ্জর থেকে পালিয়ে গেল দূর বনে। পদ্মাবতী শুকপাখির বিচ্ছেদে দুঃখ পেলেন। শুক ধরা পড়ল ব্যাধের জালে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বণিকের কাছে ব্যাধ তাকে বেচে দিল। বণিক চিতোরের লোক। চিতোরের রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে বসলেন পুত্র র-সেন। লোকমুখে শুকপাখির মাহাত্ম্যের কথা শুনে শুকের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ র-সেন ; তাকে কিনে নিলেন এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায়। র-সেনের রানি নাগমতী শুককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সংসারে কি আছে রূপ মোহর সমান।' শুক পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করায় রূপগর্বিনী রানি নাগমতী হলেন ক্ষিপ্ত। আশঙ্কিত নাগমতী ভাবলেন পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে দেশত্যাগী হবেন তার স্বামী র-সেন। এজন্য তিনি "ধাঞি দামিনীরে ডাকি কহিল সত্বর। / তুরিতে মারহ গিয়া দুষ্ট শুকবর।।" বুদ্ধিমতী ধাত্রী হীরামণিকে না মেরে, তাকে লুকিয়ে রাখল। ধাত্রীর সাহায্যে শুককে ফিরে পেলেন র-সেন। রাজা শুককে বললেন, 'পদ্মাবতী বিবরণ কহ শুনি সার।' শুকের বর্ণনায় ফুটে উঠল পদ্মাবতীর অতুল রূপৈশ্বর্য ও যৌবনপ্রাচুর্যের বিবরণ। রাজা পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনা শুনে প্রেমবিদ্ধ। 'ভূমিতে পড়িল নৃপ চেতন রহিত'। রাজবৈদ্য জানালেন রাজা সুস্থ—'কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার।' র-সেন রাজ্য ত্যাগ করে যোগী বেশে শুকের সঙ্গে যাত্রা করলেন সিংহলের দিকে। নাগমতী তখন পতিবিচ্ছেদে বিরহবিধুর। ষোলোশত রাজকুমার র-সেনের যাত্রাপথের সঙ্গী। সাত সমুদ্রের নানা বিপত্তি অতিক্রম করে উড়িষ্যা হয়ে রাজা 'পঞ্চমাসে হৈল গিয়া সিংহল নিকট।' রাজার চিত্ত তখন আনন্দে ভরপুর। মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পদ্মাবতী এলেন মন্দিরে পুজো দিতে। শুক অন্দরমহলে গিয়ে পদ্মাবতীর কাছে র-সেনের পরিচয় ও সিংহল আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে গেল গোপনে। ঐ শ্রীপঞ্চমীর দিনই যোগীবেশী র-সেন পদ্মাবতীকে দেখেই মূর্ছিত—সুগন্ধি জলে পদ্মাবতী সেবা করলেন র-সেনকে। চন্দন দিয়ে রাজার অঙ্গে লিখলেন—'তোমা দরশনে আইলুঁ পূজা করি ছল।' নিজ অঙ্গের চন্দন লিখন পড়ে শত শিখায় জ্বলে উঠল রাজার প্রেমার্ত হৃদয়। প্রেমের দহনে দগ্ধ র-সেন অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময়, শিবপার্বতী তাঁকে নিরস্ত করে জানালেন রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। র-সেন সঙ্গীদের সঙ্গে সিংহল-রাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী—ইতিমধ্যে সিংহলরাজ গন্ধর্বসেন জানতে পারলেন যোগীর এই প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথা। র-সেন দূতকে জানালেন 'পদ্মাবতী দান, মাগি নৃপস্থান পাইলে যাইব দেশ।' গন্ধর্ব সেন ক্ষিপ্ত, তিনি বললেন, 'শীঘ্র মার দুষ্ট যোগী না কর।' মন্ত্রীর পরামর্শে যুদ্ধ ত্যাগ করে সিংহলের দুর্গদ্বার রুদ্ধ করা হল।

দুর্গের বাইরে থেকে র-সেন চিঠি লিখলেন পদ্মাবতীকে। হীরামণি (শুক) সেই প্রেমপত্র নিয়ে এল পদ্মাবতীর কাছে। প্রেমবাসনায় ব্যাকুল পদ্মাবতী লিখলেন, 'দুয়ার না পাও যবে, সিন্ধ দিয়া আইস তবে, ব্যর্থ

না হইব হর বর।' রাজা পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে রাতে সিঁধ কেটে সঙ্গীসহ প্রবেশ করলেন সিংহলের দুর্গে। প্রভাতে ধরা পড়লেন প্রেমিকযুগল পদ্মাবতী ও র-সেন। গন্ধর্ব সেনের আদেশে যুদ্ধ করতে এল রাজসৈন্য। র-সেন যুদ্ধ না করে ধ্যানস্থ অবস্থায় বন্দি হলেন। সিংহলরাজ্যের সামনে বন্দি র-সেন বললেন 'তিনি যোগীমাত্র, তাঁর গুরু পদ্মাবতী। গুরুকে পাওয়ার জন্যই তিনি এসেছেন সিংহলে। ক্রুদ্ধ রাজা তাঁকে শূলে চড়াবার নির্দেশ দেওয়াতে পদ্মাবতী কাতর হলেন। ঘাতকরা তাঁকে নিয়ে চলেছে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য। এ দৃশ্য পদ্মাবতীর কাছে অসহনীয়, তিনি হতজ্ঞান হলেন তাঁর প্রেমিক রাজা র-সেনের জন্য। মহাদেব ভাটের ছদ্মবেশে এসে সিংহলরাজকে যোগীর পরিচয় দিলেন। হীরামণিকে জিজ্ঞাসা করে সিংহলে রাজা গন্ধর্বসেনের বিশ্বাস হল যে যোগী প্রকৃতপক্ষে চিতোরের রাজা র-সেন। র-সেনের সঙ্গীসাথিরাও মুক্তি পেলেন বন্দিদশা থেকে। ক্ষমাপ্রার্থী হলেন গন্ধর্বসেন র-সেনের কাছে। র-সেন অশ্বচালনা, চৌগান (এক ধরনের পোলো খেলা) খেলা দেখিয়ে পুরবাসীদের প্রশংসা অর্জন করলেন। রাজা র-সেন কাব্যতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, রাগতত্ত্ব, পিঙ্গলশাস্ত্র ও অষ্টনায়িকার ভেদতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন সর্বসমক্ষে। গন্ধর্ব সেন সুপাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণের আয়োজন করলেন। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান মেনে র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ হল রাজকীয় কায়দায়। স্বজন পরিজন তাঁদের গ্রহণ করলেন রঙ্গাকৌতুকে। বাসরসজ্জায় রতিরসে সম্পন্ন হল তাদের গোপন মিলন। সিংহল ভেসে গেল আনন্দোৎসবে। র-সেন ভুলে গেলেন চিতোরের কথা।

অপরিমিত আনন্দে নবদম্পতি উপভোগ করলেন ছটি ঋতু। হীরামণি শুক বিদায় নিলেন। সাশ্রুনেত্রে র-সেন-পদ্মাবতী, রাজা রানি ও সহচরীরা বিদায় জানালেন তাঁকে। এটিই হল কাহিনির প্রথমাংশ। চিতোরে ফেরার পথে র-সেনকে পরীক্ষা করবার জন্য সমুদ্রকন্যা পদ্মাবতীকে লুকিয়ে রাখলেন। বহু প্রচেষ্টার পর রাজা ফিরে পেলেন পদ্মাবতীকে। এর আগেই রাজার কাছে পৌঁছেছে প্রথম প-ী নাগমতীর বিরহবেদনার কথা। দুই প-ীসহ র-সেনের দিন সুখেই কাটছিল কিন্তু রাঘবচেতন রাজপণ্ডিত হলেও রাজা তাঁকে বহিষ্কৃত করায় তিনি দিল্লিশ্বর আলাউদ্দিনকে জানালেন পদ্মাবতীর অপরূপ বৃত্তান্ত। আলাউদ্দিন দূত পাঠালেন পদ্মাবতীকে বাদশাহর হারেমে আনার জন্য। র-সেন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব। র-সেন বন্দি হয়ে দিল্লিতে নীত হন। রাজার দুই সহচর গোরা ও বাদল কৌশলে তাকে মুক্ত করেন। দেবপাল রাজার অনুপস্থিতিতে চেষ্টা করেন পদ্মাবতীকে করতলগত করার। র-সেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করেন। নিজ ফিরে এলেন রাজ্যে গুরুতর আহত হয়ে। সাতদিন পর রাজার মৃত্যু হল। সহমরণে গেলেন পদ্মাবতী ও প্রথমা পত্নী নাগমতী। আলাউদ্দিন সসৈন্যে পুনর্বার চিতোরে এসে চিতাভস্ম দেখলেন—পদ্মাবতীকে পাননি। চিতোর দখল করে আলাউদ্দিন বিমর্ষহৃদয়ে ফিলে এলেন দিল্লিতে। এইখানেই গল্পের প্রায় শেষ। তবে কিছু অসাম্প্রদায়িক অভিনব ভাবনা ছিল লেখকের। তাই সুলতান আলাউদ্দিন মুসলমান হয়েও হিন্দু রাজা র-সেনের দুই অনাথ পুত্রের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন।

৫.৩ র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ অংশে সমাজচিত্র

র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ অংশে সমাজচিত্র ঃ আলাওল চট্টগ্রাম—রোসাঙে বসে লিখেছেন তাঁর অনুবাদকাব্য। জায়সীর হিন্দি মূল কাব্যটি রচিত হয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে। কাজেই দুজনের সমাজ ও সংস্কৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে দেশগত পার্থক্য আছে। আলাওল মূলত বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সমাজের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। অপরদিকে জায়সী উত্তর ভারতের বিবাহ রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন—মালাবদল, সপ্তপদী গমন, বেদপাঠ ইত্যাদি হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু চিত্র থাকলেও তার বিস্তারিত বিবরণ নেই জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যে। উত্তর ভারতের লোকসংঙ্গীত মনোরা, ঝুমক-ও চাচরীর উপর জোর দিয়েছেন জায়সী বিবাহসঙ্গীত রূপে এগুলিই সেকালে ব্যবহৃত হত। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ কবি আলাওল বিবাহসভায় নৃত্য-গীতের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় আদর্শের অনুসারী।

সেকালে বাঙালি সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান আচারকেন্দ্রিক। আচারসমূহ ছিল উৎসবকেন্দ্রিক। বৈবাহিক আচার পালন শুরু হত বিয়ের আগে থেকে—বিয়ের পরেও তা চলত। এইসব আচার অনুষ্ঠানের পশ্চাতে নবদম্পতির জীবনের মাঙ্গালিক দিকের চেয়ে বৈবাহিক অনুষ্ঠানকে উৎসবমুখর করে তোলাই ছিল বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। বরকনে উভয়পক্ষ বিয়েতে সম্মতি দান করলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হত। এই অনুষ্ঠানের বরপক্ষের লোকেরা ভাবীবধূর জন্য উপকরণসামগ্রী নিয়ে, পেশাজীবী গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে নিয়ে বিয়ের গান গাইতে গাইতে কনেপক্ষের বাড়িতে উপস্থিত হত। পুরোহিত বর-কনের কল্যাণকর জীবনের উদ্দেশ্যে 'প্রজাপত্যাদি গ্রহযষ্ঠী'র পুজো দিয়ে তাদের ভালে বিশটি দ্রব্য স্পর্শ করিয়ে দিত।

বিয়ের কাজ সম্পন্ন হত সাধারণত কন্যার পিত্রালয়ে। এজন্য কনের পিতা বিয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রোপণ করতেন কদলীবৃক্ষ বরানুগমের পথের দুদিকে। থাকত আম্রশাখা ও জলপূর্ণ ঘট।

বিবাহকালে নাটমন্দিরে চলত নৃত্যগীতের মহাধূম। নৃত্যগীতে অংশ নিত পেশাজীবী নর্তক-নর্তকী। এমনকি উচ্চবিত্ত সমাজের বৈবাহিক উৎসবে বেশ্যারাও হত আমন্ত্রিত। পদ্মাবতী-র-সেনের বিবাহে ঃ 'নাচে বেশ্যা নৃত্য কালে মনোহর বেশ'॥ সমাজে এই সময় বিদূষকরাও রঙ্গ-ব্যঙ্গার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় করতে নানাধরনের : 'নানা কাচে নানা ঢঙ করে বিদূষক'॥ সেকালে কিম্বা একালেও বিবাহের মতো সামাজিক শুভ অনুষ্ঠানের সুবেশা সধবা রমণীদেরই প্রাধান্য। 'মুকুলিনী সধবা সুবেশা নারীরা বর-কনের স্নানের সময় উপস্থিত থাকতেন সেযুগে। প্রাক বৈবাহিক এই উৎসবের নাম অধিবাস।

অধিবাসের পর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হয় পিতৃপুরুষকে তুষ্ট করার জন্য। এছাড়া ব্রাহ্মণ বরের হাতে মঙ্গালসূত্র বেঁধে দিতেন। ষোড়শমাতৃকার বন্দনাও হত। ষোড়শ মাতৃকা হলেন—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি আত্মদেবতা, কুলদেবতা। কন্যার পিতা গন্ধর্ব সেন সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকার পর গৃহের ভিত্তিতে 'বসুধারা' অর্থাৎ পাঁচবার বা সাতবার ঘৃত ঢেলে দিলেন :

প্রভাত সময় নৃপ করিলেক স্নান।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা দান॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিল রাজন।

গায়ে হলুদ ছিল স্ত্রীআচার প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আত্মীয় অনাত্মীয় প্রতিবেশী মেয়েরা অংশগ্রহণ করতেন। কলাতলায় স্নানও ছিল প্রাক-বৈবাহিক আনন্দের উৎসব। 'পদ্মাবতী' কাব্যে র-সেনের গাত্রহরিদ্রার কথা আছে।

সুগন্ধি হরিদ্রা শরীর মাজিল।
রম্ভাতলে পুস্কর্ণীতে স্নান করাইল॥
রাজযোগ্য পরাইল বস্ত্র অলঙ্কার।

বিবাহকালের আগে থেকেই নাটমন্দিরে চলত নৃত্যগীতের ধূম।

এধরনের আনন্দমুখর সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য গীত বাদ্যের ঝঙ্কারে মুখরিত হত বিবাহসভা। র-সেন ও পদ্মাবতীর বিবাহে নানা ধরনের বাজনা বেজেছে—

গুরু মাদর মধুবাণী মৃদঙ্গা উপাঙ্গা ধ্বনি
আরগুজা সুষির রাশি রাশি
মুদ্রাকাঁসি করতাল আওয়াজ কর্ণাল ভাল
বিতত বাজায় বহুতর।

সুষির বাঁশি জাতীয় বাজনা। বিতত বিনা তারের তালবাদ্য। ৩৩ (তেত্রিশ) তারের বাজনা।

মুরজ দুন্দুভি জোড়া নাগরা পিনাক কাড়া
ঢাক ঢোল ঘন মনোহর ॥
রবার দোতারা বীণ কপিনাম রুদ্রবীণ
সমণ্ডল বাহে সুললিত।

ঢাক ঢোলকে বলা হয় আনদ্ধ বাদ্য।

'বরণ' অনুষ্ঠানটি বিয়ের আর একটি উৎসবমুখর মুহূর্ত। 'পদ্মাবতী' কাব্যে কন্যার পিতাই বরণ করলেন বর র-সেনকে :

আসিয়া কন্যার বাপে বরণ করিল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বস্ত্র অলঙ্কার।
একে একে দিয়া নৃপ কৈল পুরস্কার ॥

বিবাহে নানাধরনের আতসবাজি পোড়ানোর প্রথা ছিল :

নানাবর্ণ বাজি পোড়ে অনেক হাউই উড়ে
গাছ বাজী আর উড়ে ঘন ॥
দীপ্তি অতি মনোহর অগ্নিবৃষ্টি শূন্য পর
যেন স্বর্গ ভ্রষ্ট তারাগণ ॥
মহাতাপ ফুলঝুরি দীপক অনেক হেরি
দিয়টী (প্রদীপ) ফন্দিল বহুতর

আলাওল নানাধরনের চরকি, ছুঁচোবাজি, ব্যাঙবাজি, গাছবাজির বর্ণনা দিয়েছেন।

পদ্মাবতীকে বিবাহের সময় মাও সখীরা আনলেন সালঙ্করা সুবেশা কনেকে। পদ্মাবতী : 'করেতে লইল রামা নির্মল দর্পণ ॥ / নিজ আঁকি নিজ রূপ দেখি সুশোভন।' এরপর সপ্তপদীর পালা :—

র-ময় পাটে করি ভব্য চারিজনে ধরি
কন্যা আনি বরের নিকট।
অন্তস্পট (আড়াল) মাঝে দিয়া সপ্ত পাক ফিরাইয়া
তুলি ধরি করিলা প্রকট।।

মালাবদলও হিন্দুসমাজের স্ত্রীআচার মেনেই বর্ণিত :

গ্রীবা হোন্তে পুষ্পমালা দুই করে লৈয়া বালা
পতিগীমে (গলায়) করিলা স্থাপন ॥

শুভদৃষ্টির সময় বর-কনের কামশরাহত লজ্জিত মুখভঙ্গি বাঙালি সমাজের ছবিই মনে করিয়ে দেয় :

হইতে সমান দৃষ্টি কামে কৈল শরবৃষ্টি
দোহান কটাক্ষ করি লক্ষ্য।
লজ্জায় মধ্যস্থ হৈল কামশর নিবারিল
দম্পতি মহত্ত্ব কৈল রক্ষ ॥

কন্যা সম্প্রদানের সময় সজল নয়নে গন্ধর্বসেনের অনুনয়ভঙ্গি বিশেষভাবে বঙ্গীয় হয়ে দেখা দিয়েছে :—

সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল
বোলে মোর প্রাণ আজি তোমা হস্তে দিল ॥

সম্প্রদানের সময় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অনুযায়ী কুশ, তিল, তুলসী ও পঞ্চহরিতকীও দেওয়া হয়েছে। ষোড়শ শতকে গৌরাঙ্গদেবের বিবাহে প্রথম প-ী লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা বল্লভ আচার্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলে মাত্র পঞ্চ-হরিতকী দিয়েই কন্যার বিবাহ দেন। এছাড়া বর-কনের আঁচলে গ্রন্থিবন্ধনে রীতিও ছিল।

'প্রেমগাঁঠি বান্ধিলেক অঞ্চলে আঞ্চলে' ॥

লাজ-হোম জয়-হোম করার পর :

'সপ্তপদী গমন করিলে কন্যা বরে।।'

এই সামাজিক বঙ্গীয় বিবাহের পর সব অনুষ্ঠানই 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—অর্থাৎ বিবাহের ভোজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডটি সম্পূর্ণ।

উপসংহার—পরিশেষে বলা যায় জায়সীর মূল 'পদুমাবৎ' কাব্যে আছে রাজকীয় আড়ম্বরের বিবাহ বর্ণনা। আলাওল বঙ্গীয় সমাজে বিবাহরীতির প্রাদেশিক বর্ণনা দিয়েছেন। জায়সী সমাজবাস্তবতার চেয়ে নায়ক-নায়িকার হৃদয়-গহনে প্রবেশ করেছেন রোমান্টিক তত্ত্বভাবনা প্রকাশের কারণে। আলাওলের অনুবাদ কাব্য 'পদ্মাবতী'-তে সমাজের প্রসঙ্গটি তুচ্ছ নয়। তাই তাঁর বর্ণনায় হিন্দুসমাজের বিবাহের খুঁটিনাটির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে কবির হিন্দুসমাজের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। জায়সী চন্দ্র সূর্যের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেছেন নায়ক-নায়িকার কাব্যময় বিবাহ। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের সামাজিক বিবাহ চিত্রিত। আলাওল কবিই শুধু নন সমাজমনস্ক লেখকও।

৫.৪ আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহখণ্ড—র-সেনের দেশে প্রত্যাবর্তন) অংশে প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা

(ক) **প্রেম :** কাব্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের বর্ণনা থেকে রোমান্টিকতা কবিদের কাব্যে। আলাওল মধ্যযুগের কবি হলেও জায়সীর মতো পুরোপুরি mystic ও অধ্যাত্মরসপূর্ণ কাব্য লেখেননি। মানবিক প্রেমবর্ণন ও পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি আলাওলের লক্ষ্য ছিল। কাহিনি পরিকল্পনা বা চরিত্রনির্বাচনে আলাওলের মৌলিকত্ব নেই। এটি অনুবাদ-কাব্য। জায়সীকে আশ্রয় করলেও আলাওলের অনূদিত 'পদ্মাবতী' কাব্য ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবনার সমন্বয়ে রচিত।

পদ্মাবতী রাজকুমারী। তার পিতা সিংহলরাজ বীর্যশালী ও ঐশ্বর্যবান। চিতোরাধিপতি র-সেনও ধনে-জনে, মানে, জ্ঞানে ও রূপে অতুলনীয়। পদ্মাবতী ও র-সেনের প্রেমে দরবারি ও সামন্ত প্রেমের ছবি ফুটে ওটা স্বাভাবিক। আলাওল রাজসভার কবি তাই র-সেনের পদ্মাবতীর প্রতি রূপজ প্রেম, পদ্মাবতীর যৌবনের প্রেমাসক্তি, প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে র-সেনের পদ্মাবতীকে পাওয়ার ঘটনা কাব্যের মুখ্য বিষয়। সিংহল-দুর্গে সিঁধ কেটে র-সেনের পদ্মাবতীর কক্ষে যাওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপ।

র-সেন যোগীবেশ ধারণ করলেও সঙ্গে নিয়েছিলেন ষোলোশত যোগী—এরা রণে পণ্ডিত। মধ্যযুগের ইউরোপে ফিউডাল প্রেমে শিভালরির স্থান ছিল। বীর নায়ক দুঃখবরণ করে, দুঃসাহসী হয়েই প্রেমে প্রতিষ্ঠা পেত। 'সপ্ত পয়করে'র বাহরাম পূর এই শ্রেণির নায়ক।

র-সেনের পরিচয় পেলেও প্রেমাভিলাষিণী পদ্মাবতী আত্মহারা নন, বরং স্থিরত্ব ও সংযমে তাঁর চরিত্র সমৃদ্ধ। পদ্মাবতী পুজোর ছলে মন্দিরে গিয়ে র-সেনের মুখোমুখি হলেও সতীত্ব বজায় রেখেছে। লোর-চন্দ্রাণী উপভোগ করেছেন প্রণয়-পিপাসা। বিদ্যা ও সুন্দর শালীনতা বিসর্জন দিয়ে দেহমিলনের সুখে মগ্ন ছিলেন। প্রেম সম্পর্কে শুকের সাথে কথোপকথনের সময় পদ্মাবতীর শুচিতা, ধৈর্য ও বৈষয়িক জ্ঞানের বিষয়টি একজন

অভিজাত রাজকুমারীর বৈশিষ্ট্য। পদ্মাবতী বাঙালি মেয়ের মতোই মূর্ছিত র-সেনের গায়ে এঁকে দিয়েছেন চন্দনের পত্রলেখা। প্রণয়াভিব্যক্তির পরে শেষে তিনি লিখেছেন :

ব্যাজ অনুচিত লোকচর্চার কারণে।
তে কারণে যাই আমি আপনা ভবনে॥

গড়ে সিঁধ কাটার অপরাধে র-সেনের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ তৎকালীন দণ্ডনীতির অন্তর্গত। বাসরঘরে পদ্মাবতীর সখীদের সাথে র-সেনের রসালাপ বুদ্ধিদীপ্ত ঃ

ভস্ম কুরকূট সিদ্ধি শরীর মাঝার।
মলিন হৈব চন্দ্র পরশে তোমার॥
পদ্মাবতী নারী জান নির্মল সে গঙ্গা। (পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ড)
তার যোগ্য হৈবে নাকি যোগী ভিক্ষামাঙ্গা॥

পদ্মাবতী র-সেনের বাসরমিলনের চিত্রে আছে রক্তমাংসের স্থূল দেহবাদ। র-সেন ও পদ্মাবতীর মিলন ও রতিক্রিয়ায় জীবনের দাবিই প্রধান। তাদের প্রথম আলাপে আছে রঙ্গোচ্ছল হাস্যমুখরতা। পদ্মাবতীকে নীরব দেখে র-সেন বলছেন : 'প্রিয় বাক্য বুলি না আইসে যবে। / কঠিন বচনে এক গালি দাও তবে।' পদ্মাবতীর ব্যঙ্গাত্মক রসিক মত : 'স্বপ্নে নাহি হেরে যোগী রমণী বদন।' রুচিবিকৃতি থাকলেও জীবনের চরম সত্য ধরা পড়েছে উভয়ের দেহমিলনে। দরবারি প্রেমের পূর্ণতা আসে সম্ভোগে। অন্যান্য রোমান্টিক আখ্যানকাব্যেও এই দৃশ্য দেখানো হয়েছে। পদ্মাবতী ও র-সেনের রূপজ প্রেম বিবাহবন্ধনে একনিষ্ঠ প্রেমে রূপান্তরিত। যদিও পদ্মাবতী বলে :

ছলযোগে ঠগে যোগী টলে বিজ্ঞ মন।
এই রূপে সীতাদেবী হরিল রাবণ॥

এই প্রেম বাস্তব হলেও সুফি-ভাবনার মণিমুক্তো কোনো কোনো জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে যেমন পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ড-এ পদ্মাবতীর গভীর তত্ত্বকথায় সুফি-ভাবের প্রেম প্রকাশিত :

দূর হোন্তে অলি আইসে কমল সম্পাস।
ভ্রমর নিছনি যায় পদ্ম দেয় বাস॥
তোমার আমার প্রেম আজিকার নয়।
মনেত স্মরণ কর পূর্ব পরিচয়॥
গোপনে একাঙ্গা ছিল বেকত দুই অঙ্গা।
মনের ভরমে মানে হয় রঙ্গা ভঙ্গা॥

শিব ও শিবের শক্তি একাত্ম লীলার কারণে তাঁদের দুই রূপ। এ হল অদ্বৈতসিদ্ধি। বৈষ্ণবদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদে বলা হয় রাধা ও কৃষ্ণের একই অঙ্গা। লীলার কারণেই তাঁরা প্রেমিক ও প্রেমিকা এ হল দ্বৈতাদ্বৈতবাদের কথা।

মিলনের চিত্রটিতে অবশ্য নববর ও বধূর ও রতিরণের বিষয়টিই বর্ণিত :

দূর কৈল অঙ্গা হৈতে লজ্জার বসন॥
জয় পাই ধরি মাল্য গ্রীবাত বিনান।
* * * * *
অত্যন্ত হরিষে নৃপ জুড়িল নাচন।
চৌরাশী প্রকার বন্ধ নৃপ জানে ভালে। (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ড)

র-সেন চুরাশি ধরনের রতিক্রিয়ায় পারদর্শী। প্রলয়ের রূপকে যে বিপরীত বর্ণনা আছে তা বিদ্যাপতির পদের সম্ভোগচিত্রের অনুরূপ ঃ

একত্রে হইল দুই মদন মুরতি।
লাজসৈন্য ভঙ্গা করি রসে কৈল মতি॥
বিপরীত রমণ সহজে মহারস।
রতিরসে কৈল সতী পতি অতি বশ॥ (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁট খণ্ড)

আবার বিপরীত রতিবর্ণনার শেষে পুরুষায়িত রতিপ্রচেষ্টার জন্য পদ্মাবতীর লজ্জাবশত নায়কের বুকে মুখ লুকোবার চিত্রটি আলাওলের নারীর প্রেমমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এক চমৎকার ইঙ্গিত :

চারিচক্ষু সমযুক্ত হইতে দম্পতি।
লজ্জায় পতির উরে লুকায় যুবতী॥ (ঐ)

সম্ভবত পৃষ্ঠপোষক অমাত্যর ইচ্ছানুযায়ী এধরনের প্রেমচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিদ্যাপতি বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেও রতিযুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাও রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত।

(খ) সৌন্দর্য : রোমান্টিক কবি হিসেবে আলাওল সুন্দরের পূজারি। প্রকৃতি জগৎ ও প্রাণীজগতের সৌন্দর্য তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত। গাছপালা, ফুলফল, পাখি ও সরোবরের বর্ণনা কবির সৌন্দর্যপিয়াসী মনের পরিচায়ক। বিবাহবাসরে যখন যাচ্ছেন পদ্মাবতী তখন তাঁর রূপের বর্ণনা অনেকটাই বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকার রূপের বর্ণনার মতো :

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘুঁঘর বাজায় ঝাঁঝর
ঝনাঝন নেপুর মধুর গীতা॥
ভুরু বিভঙ্গা মন্মথ-মন-মোহিতা॥ (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড)

গজেন্দ্র গমনে পদ্মাবতী চলেছেন বিবাহবাসরে। পায়ে কিঙ্কিণী ও ঘুঙুর বাজছে মৃদুমন্দ ছন্দে। নূপুরের মধুর সুর আর ভুরুর কটাক্ষে মদনদেবের মনও বিমোহিত হয়।

ষট্-ঋতু বর্ণন খণ্ডের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য : র-সেন কৃষ্ণের ন্যায় পদ্মাবতী ও সখীদের সঙ্গে রাসলীলায় মত্ত এ ঘটনাটি আলাওলের নবসংযোজন। এছাড়া বসন্ত ঋতুর বর্ণনায় আলাওল জয়দেবের অনুসারী।

প্রথমে নবীন ঋতু বসন্ত দুর্লভ।
দুই পক্ষ আগে পাছে মধ্যে সুমাধব॥
মলয়া সমীর হৈলা কামের পদাতি।
মুকুলিত কৈল লতা বৃক্ষ বনস্পতি॥ (ষট্-ঋতু বর্ণন খণ্ড)

তুলনীয় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-তে বর্ণিত বসন্ত রাস :

ললিতলবঙ্গালতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

মলয়পবনে মন্দমধুর বাতাসে, মধুকর ও কোকিলকূজিত কৃষ্ণগৃহে শ্রীহরি এই সরসবসন্তে বিহার করছেন। বিরহীদের পক্ষে দুঃখদায়ক এই বসন্তে শ্রীকৃষ্ণ যুবতী সখীদের সঙ্গে নৃত্যরত।'

আবার গ্রীষ্মেও প্রখর সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বসুন্ধরা। কিন্তু নবদম্পতির সুখ প্রতি ঋতুতেই নবীন :

অধিক আনন্দযুক্তা রানি পদ্মাবতী।
বসতি নায়র পুরে সুস্বামী সঙ্গতি॥
সুখভোগে দীর্ঘ অহ তিলে চলি যায়।
চক্ষের মটকে ক্ষীণ রজনী পোহায়॥

বর্ষা বিরহী ও বিরহিনীদের ঋতু।

(বর্ষার) পাহুখ সময় ঘন ঘন গরজিত।
নির্ভয়ে বরিষে জল চৌদিগে পূরিত।
* * * * *
অবিরত দম্পতি থাকন্ত একসঙ্গে।
দিবস রজনী সম কেলিকলারঙ্গে॥
ঘোর শব্দে রেওয়াজে মল্লার রাগ গায়।
দাদুরী শিখিনী রব অতি মনোহর॥ (ষট্‌ঋতুবর্ণন খণ্ড পৃ: ২০৮)

বিদ্যাপতির মাথুরের পদ মনে পড়ে যায় এই বর্ণনা থেকে :

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

বর্ষার পর শরতের সোনালি আলোর দিন আসে :

আইল শরৎ ঋতু নির্মল আকাশ
দোলায় চামর কাশ কুসুম বিকাশ॥
নবীন খঞ্জন দেখি বড়ই কৌতুক।
উজরিহ যামিনী দম্পতি মনে সুখ॥

কাশফুলের চামনের মতো দোল ও কুসুমের মাসে রাত্রিটা নবদম্পতির (র-সেন ও পদ্মাবতীর) সুখেই কাটে।

শরতের পর শিশিরসিক্ত হেমন্ত ঋতুর আগমন :

প্রবেশ হেমন্ত ঋতু শীত অতিশয়।
পুষ্পতুল্য তাম্বুল অধিক সুখ হয়॥
শীতের তরাসে রবি তুরিতে (দ্রুত) লুকায়।
অতিদীর্ঘ সুখনিশি পলকে পোহায়॥ (ষট্‌ঋতুবর্ণন খণ্ড পৃ: ২০৯)

এই সময় স্বামী ও স্ত্রী অগুরু, চন্দন, চুয়া ও কস্তুরীর প্রলেপ দেয় শরীরে। আলাওলের ভাষায় এই চারটি সুগন্ধীর নাম 'চতুঃসম'। আর শীতের সময় : 'বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ।' সিংহলের ঘরে ঘরে সবাই শীতের উষ্ণতা উপভোগ করে। কোথাও বিচ্ছেদ বেদনার চিহ্ন থাকে না।

'র-সেন ও পদ্মাবতীর ভেঁট খণ্ডে' স্ত্রীভেদ বর্ণনা—পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ডে জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যে বর্ণিত ষোড়শ সিঙ্গারের বর্ণনা আছে। আলাওল জায়সীর অনুসরণে পদ্মাবতীর দ্বাদশ আভরণের বর্ণনা করে

পৃথক একটি স্তবকে পদ্মাবতীর দ্বাদশ অঙ্গ সংস্থানের বিবরণ দিয়েছেন। বিবাহের পর পদ্মাবতীর বার আভরণ ছিল যথাক্রমে—বসন, চন্দন, সিঁদুর, তিলক, কানের কুণ্ডল, অঞ্জন, তাম্বুল, হার, বলয়, বেসর, কঙ্কণ, নূপুর, শৃঙ্গার বা বেশসজ্জার সঙ্গে পদ্মাবতীর পায়ে আছে পায়জোড়। 'সিংহকটি, গজগতি, চিকুর চামরী।/কুরঙ্গ নয়ানী বালা কহিলু বিচারি॥' পদ্মাবতীর কটিদেশ সিংহের ন্যায় সরু, তিনি গজেন্দ্রগামিনী, আর চুল চমরী গাভীর পুচ্ছের মতো, হরিণনয়না সুন্দরী পদ্মাবতী। তার 'গৃধিনী নিন্দিত কর্ণ'—শকুনীকেও হার মানায় এমন কান। শুকপাখির মতো নাক পদ্মাবতীর। কোলিককণ্ঠী রানি পদ্মাবতী। বিম্বফলের মতো অধর, ডালিমের দানার মতো সুন্দর দন্তপংক্তিতে সুশোভিত পদ্মাবতীর মুখশ্রী। জায়সী নারীদেহের অঙ্গসংস্থানকে লঘু গুরু ভেদে ভাগ করেছেন। চারটি দীর্ঘ অংশ—কেশ, করাঙ্গুলি, নয়ন এবং কণ্ঠরেখা। চারটি লঘু অংশ—দন্ত, স্তন, ললাট ও নাভি। চারটি স্থূল ভাগ—কপোল, নিতম্ব, জংঘা ও হস্ত। চারটি ক্ষীণ বিভাগ—নাসিকা, কটি, উদর, অধর। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী আলাওল পদ্মাবতীর স্তনকে গুরুশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আলাওলও জায়সীর মতোই যোগশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রে পণ্ডিত কাজেই অনুবাদে মূলের 'স্ত্রীভেদবর্ণন' অংশটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কবি। জায়সীর মতে বসন, চন্দন, সিঁদুর, তিলক, অঞ্জন, কুণ্ডল, বেসর, তাম্বুল, কণ্ঠহার কঙ্কণ, ক্ষুদ্রাবলী ও নূপুর।

অষ্ট নায়িকাভেদ—সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমবিদ্ধা নায়িকার আট অবস্থার বর্ণনা আছে। এক এক অবস্থায় তার এক এক নাম যেমন—অন্য রমণী-সম্ভোগ চিহ্নিত প্রিয়তমের প্রতি ঈর্ষাকাতর নায়িকা খণ্ডিতা, প্রেমিকের মিলনকামনায় সংকেতস্থলে উপনীতা নায়িকা অভিসারিকা। বাসরে প্রিয়মিলনের অভিলাষী নায়িকা বাসকসজ্জিকা। অভিসারের রজনীতে প্রেমিকমিলনবঞ্চিতা নায়িকা বিপ্রলব্ধা, প্রিয়বিহনে বিরহকাতর নায়িকা উৎকণ্ঠিতা। প্রবাসী প্রণয়ীর কাছে সংবাদপ্রেরক নায়িকা প্রোষিতভর্তৃকা বা স্বয়ংদূতিকা, বিচিত্র সঙ্গামে মত্তা নায়িকা স্বাধীনভর্তৃকা। আলাওলের ভাষায় অভিসারিকা কন্যার বর্ণনা :

সঙ্কেত নির্জনে প্রিয় থাকে রতি আশে।
রমণী চলিয়া আসে পুরুষের পাশে॥
সেই সে রমণী অভিসারিকা নিশ্চয়।
কেলিকলা রঙ্গারসে রজনী বঞ্চয়॥

কলহান্তারিতা নায়িকার পরিচয় :

মনে গর্ব ধরিয়া হইয়া মানমতী।
না চাহে নয়ান তুলে না দেয় সম্মতি॥
সখিগণ বচনে না হয় মন শান্ত।
বহুল প্রার্থনে যদি মানাইলে কান্ত॥
তবে তার হয় পুনি রসের সম্মতি।
এহারে বলয় কলহান্তরিতা যুবতী॥

ভরতচন্দ্র রসমঞ্জরী কাব্যে অনুরূপ নায়িকার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃতে রচিত রতিমঞ্জরীর অনুসারী কবি। বৈষ্ণবপদাবলীতে অভিজ্ঞ আলাওল প্রণয়ী (র-সেনের) 'দশমী দশা'র কথা বলেছেন। প্রেম চিত্তে সঞ্চারিত হওয়ার পর নায়ক-নায়িকার পর্যায়ক্রমে দশ প্রকার অবস্থা হয়। অভিলাষ, চিন্তা, স্মরণ, গুণকীর্তি, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধিতাপ, জরা ও মৃত্যুবৎ এই দশ দশা নায়ক-নায়িকার হয়। দশমী দশা বিরহীর শেষ ও চূড়ান্ত অবস্থা, নায়িকার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। র-সেনের ক্ষেত্রে এই 'দশমী দশা'য় উপনীত হন চিতোররাজ প্রণয়িনী পদ্মাবতীকে দেখে।

সঙ্গীত : পদ্মাবতীর বিবাহ খণ্ড থেকে চিতোর আগমন পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে কয়েকটি গান দিয়েছেন আলাওল। গানগুলি মৌলিক। পরিচ্ছেদশীর্ষে গানের তাল ও রাগের কথা আছে। সমস্ত কাব্যের ভাষাই গানের ভাষা। চন্দ্রাবলী, কেদার, ধানসী, তুরি, বসন্ত, শ্রীগান্ধার, কর্ণাট, পরিতাল, দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ প্রভৃতির নাম আছে। জায়সীর শিষ্যরা তাঁর মূল হিন্দি কাব্যটি গান গেয়ে প্রচার করতেন। আলাওলের কাব্যে গীতিধর্ম আছে। পূর্ণাঙ্গ গীতের বৈশিষ্ট্য আরোপ করে যে গানগুলি রচনা করেছেন সেগুলি আবেগপূর্ণ, সুরমুগ্ধ ও ভাববিহ্বল। কাব্যকাহিনির সঙ্গে রেখে গানগুলি রচিত।

ষট্‌ঋতুবর্ণনা খণ্ডে বসন্ত রাগের গান আছে—এটি তাঁর নিজস্ব বসন্তগীতি :

বসন্তে নাগর বরনাগরী বিলাসে।
বরমালা মুখ ইন্দু স্রবে সুধা বিন্দু বিন্দু
মৃদুমন্দ ললিত অধর মৃদুহাসে॥
প্রফুল্লিত কুসুম মধুব্রত ঝঙ্কৃত
হুঙ্কৃত পরভিত কূজিত রাবে।
মলয়া সমীর সুসৌরভে সুশীতল
বিলুলিত পতি অতি রসভারে॥
পল্লবিত বনস্পতি কুটজ তমালদ্রুম
মুকুলিত চূতলতা কোরক জানে।
যুবজনহৃদয় আনন্দ পরিপুঞ্জিত
লবঙ্গা মল্লিকা মালতীমালে॥

পদটির ভাষাভঙ্গিতে জয়দেবের প্রভাব লক্ষণীয়।

বাসর শয্যায় র-সেনের কাছে পদ্মাবতীকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার সখীরা এ গানটি গেয়েছিল :

তুয়া পদ হেরাইতে রাতুল নয়ান যুগে
কামিনী মোহন কটাক্ষ হীন ভেল।
প্রেমমদে বিহ্বল সতত বহত্র লোর
অবয়ব পরিহারি শুদ্ধি বুদ্ধি হরি গেল॥
চল চল প্রভুর সে তলপে আরতি॥
পতি গতি অতি অল্পে। ধুয়া
চন্দন চন্দ্রশীতল মলয়ানিল ছল
সৌরভ বিশিখ খতর লাগে।
ভ্রমর কোকিল রব শুনত পরাভব
মণ্মথ বাণ আনল উপর জাগে॥

গানটি ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণবীয় ঢঙে রচিত। 'দক্ষিণান্ত শ্রীরাগে'র সুর। গানের বিষয়বস্তু প্রেম। ভাব-ভাষা-সুরের সমন্বয়ে এটি রূপে-রসে-স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। রাপের দীপ্তি, চিত্রের উজ্জ্বলতা, গতির স্পন্দন এবং ধ্বনির মাধুর্যে শ্রোতার চিত্ত আপ্লুত হয়। 'রাগ কর্ণাট পরিতাল ছন্দে' নিম্নের গানটিও মনোজ্ঞ :

চলিল কামিনী গজেন্দ্রগামিনী খঞ্জনগমন শোভিতা।
কিঙ্কিণী ঘাঁঘর রাজত্র ঝাঁঝর নেপুর মধুর বাজে॥

তরু বিভঙ্গা অপাঙ্গা তরঙ্গা মণ্মথ মন মোহিতা॥ ধুয়া
গুন্থিলেক কেশ কুঙ্কুম সুবেশ সিন্দুর চন্দন তিলে।
সখন রাতি তারকা পাঁতি বান্ধুলী র- বিরাজিতা॥
সিন্দুর ভাল মৃগাঙ্ক লাল দশন অধর জ্যোতি।
রসনা সুলাল বচন রসাল বিরহ বেদনা মোহিতা॥
উরোজ জোড় হেম কটোর এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা॥

র-সেনের প্রাণেশ্বরী পদ্মাবতী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছেন শুনে রাজার যে গান তার মধ্যে বিদ্যাপতির প্রার্থনা পর্যায়ের পদের প্রভাব আছে। ভাটিয়াল রাগে দীর্ঘ ছন্দে রচিত এই পদটিতে রাজার ঈশ্বরের প্রতি যে স্তুতি আছে তাতে বিদ্যাপতির—তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে।/তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ অব মঝু হব কোন কাজে॥ পদটির যথেষ্ট প্রভাব আছে :

তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে
মত্ত গর্বে পাছে না চিন্তিলুঁ।
অখনে সঙ্কট হৈল শমন নিকটে আইল
উদ্ধারহ কাতর হইলুঁ॥
প্রভুর দয়া না হরে দিয়া রস অনাথেরে
তুমি প্রভু পরম কারণ। (ধুয়া)
ভুলিয়া সংসার পাশে বন্দী হৈল মায়া ফাঁসে
না ভজিলু তোমার চরণে॥
এবে ত্রিজগত সাঞি তুমি বিনে গতি নাই
তরাও আপনা নাম গুণে।

বিদ্যাপতির মাধবের প্রতি সেই আকুতি 'তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি' বা 'জগতারণভার তোহারা'-র অনুষঙ্গ ওপরের গানটির শেষ দু' পংক্তিতে অনুভূত হয়।

চিতোর আগমন খণ্ডে নাগমতির বিরহবেদনার অবসানে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবোল্লাস পর্যায়ের ঢঙে যে গানটি আছে তাতে বিদ্যাপতির পদটির প্রভাব লক্ষণীয়।

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

আলাওলের গানটির ভাষা এরকম :

আজি সুখের নাহি ওর
আনন্দে মন বিভোর।
চির পতি আশে চিত্তের মানসে
নাগর সদনে মোর॥ ধুয়া।
সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি।
বহুল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিধি॥

সঙ্গীতজ্ঞ কবি আলাওল বৈষ্ণবপদাবলি অনুযায়ী গান লিখলেও গানে ধ্রুবপদ ছাড়াও দিয়েছেন পঞ্চবিভাগ। বিদ্যাপতির পদাবলির ও জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এর ভাব ও সুর মুসলমান কবির প্রিয় ছিল তা পদ্মাবতীর মৌলিক গানগুলি দেখলেই বোঝা যায়। পদ্মাবতীর কাব্যের অনেকগুলি গীতই সধ্রুবা প্রবন্ধ সঙ্গীত। ধ্রুবপদ নিয়ে গানগুলিতে চারটি অথবা পাঁচটি করে স্তবক আছে। প্রথমে একটি উদগ্রাহ স্তবক, অতঃপর মেলাপক, পরে ধ্রুবপদ, অবশেষে আভোগ অথবা অন্তরার পরে আভোগ। আভোগের শেষে ভণিতা। কখনো কখনো ধ্রুবপদ দিয়েই গানের শুরু।

কাব্যসৌন্দর্য—'পদ্মাবতী'র মূল কাব্য পদুমাবতের ভাষা অবধি হিন্দি। অনুবাদেও হিন্দি শব্দের কিছু কিছু ব্যবহার পাওয়া যায়। আলাওল পণ্ডিত কবি তাই তৎসম শব্দ ব্যবহারেও নিপুণ। পদ্মাবতী কাব্যের যাবতীয় পুথি ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের, সেজন্য পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ পদ্ধতির প্রভাব আছে পদ্মাবতীর ভাষায়। কাহিনি কথনে আলাওল পয়ার ছন্দই গ্রহণ করেছেন মঙ্গালকাব্যের ধাঁচে। তানপ্রধান ছন্দের ত্রিপদী ব্যবহার করেছেন কাব্যে। গুরু ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদী ছন্দে সমৃদ্ধ 'পদ্মাবতী'।

'পদ্মাবতী' কাব্যের পদগীতের ছন্দ বৈচিত্র্যপূর্ণ। সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে ভূজঙ্গাপ্রয়াতের ব্যবহার লক্ষণীয়। মালিনী ছন্দে নাগমতির বিলাপ রচিত হয়েছে ভাটিয়ালি রাগে। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে ছয় মাত্রার চাল। বাংলা ও ব্রজবুলি দু'জাতীয় পদেই ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বিন্যাস বৈষ্ণবপদাবলি প্রভাবিত।

আলাওলের শব্দভাণ্ডারে জায়সীর হিন্দি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যথেচ্ছভাবে যেমন—আনট (পদাঙ্গুরীয়), আরগুজা (গন্ধদ্রব্য), উতারিয়া (খোলা), কিলকিলা (সমুদ্রের নাম), খুম্ভী (কর্ণাভরণ), খোটিলা (কর্ণালঙ্কার), গারুড়ী (ওঝা), ঘোঁঘট (ওড়না, ঘোমটা), পাওরি (খড়ম), মাঙ্গা, ধৌরাহর (রাজাপ্রসাদ), বহির (বধির), বসিঠ (দূত), মনোরা ঝুমকা (হোলিগীত)।

আরবি-ফারসির ব্যবহার পাঠ্যাংশে কম। সমগ্র পদ্মাবতীতেই আরবি-ফারসি শব্দের সীমিত প্রয়োগ আছে। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় আলাওল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তৎসম শব্দপূর্ণ বাক্য—

(১) বিচিত্র কোমল শয্যা অতি সুনির্মল।

(২) নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গা করিল রাজন।

(৩) পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বস্ত্র অলঙ্কার।

(৪) নৃপ নিমন্ত্রণ ভক্ষি হৈল জন্ম সুখী।

(৫) গলিত কুন্তলভার স্খলিত বসন।

(৬) বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দন চর্চিত।

(৭) মৃদুমন্দ ললিত অধর মধুহাসে।

আরবি-ফারসি শব্দ—আর্জি, কেচ্ছা, ইনাম, ছালাম, উমরা।

সেকালে প্রচলিত বাগ্‌ধারা শব্দগুচ্ছ ঃ অনুশোচে, অন্তস্পট, যুয়ায়, টুঙ্গী, তেকারণে, তেনমতে, মোহশ্চিত, হাঙ্কারিলা।

ভারতচন্দ্রের যেমন কতকগুলি বাগধারা নৈতিক প্রবচন রূপে পরিগণিত, আলাওলেরও নীতিউপদেশমূলক সুভাষিত বাক্য আছে পাঠ্যাংশে :

(১) স্বামী কৃপা হোন্তে নারী দুই জগ তরে।

(২) পতি বিনে সতীর জীবনে কোন কাজ।

(৩) সর্বমত দোষের ভাজন স্ত্রীয়া জাতি।

(৪) গুরুবারে সিদ্ধি নাই গমন দক্ষিণ।

(৫) স্বামী সে সংসার সুখ ধন্দ আর সব।

(৬) দান না থাকিলে সত্যে কিবা ফল পায়।

(৭) নির্ধনীরে পুত্র দারা না করে আদর।

(৮) সৎকর্ম না করি সঞ্চিত অতি পাপ।

এইসব বাগ্‌ধারার মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও নীতিকথার ছাপ আছে। রামায়ণের অনুষঙ্গ পাঠ্যাংশে আছে :

(ক) ভাই হোন্তে শত্রু আর নাহি ত্রিভুবন।
ঘর ভেদে লঙ্কা নষ্ট মৈল রাবণ॥ (র-সেন বিদায় খণ্ড পৃ: ২২৪)

আঞ্চলিক উপভাষার লক্ষণ :

(১) **অপিনিহিত** সত্য > সৈত্য, ততক্ষণ > তৈতক্ষণ।

(২) যোগী > জুগী (ওকারের উ-কার প্রবণতা)। পবন > পোবন (অকারের ও-কার প্রবণতা)।

(৩) মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে রূপান্তর : ভিখারি > ভিকারি, পন্থ > পন্ত।

(৪) পাঠ্যাংশে সর্বনামের একবচনের ক্ষেত্রে মোকে, মোরে, মোহক, মোহকের প্রয়োগ দেখা যায়।

(৫) অনুসর্গের ক্ষেত্রে 'হন্তে' বা 'হোন্তে' হতে বা থেকে অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত।

(৬) সাধারণ বর্তমানকালের ক্ষেত্রে অয় বিভক্তির প্রয়োগ—আছয়, পুছয়।

(৭) ক্রিয়াপদের সংস্কৃতের অনুরূপ সি বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য : বুঝসি, শুনাওসি।

(৮) ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের ক্ষেত্রে—করহ, মরহ, ধরহ।

(৯) ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদে বঙ্গালী ভাষার গুরুত্ব—দিমু, জামু, কহিমু।

(১০) পাঠ্যাংশে ক্রিয়াবিশেষ্যর প্রয়োগ—পিন্ধন, মাগন। নামধাতুর ব্যবহার : আরোপিল, করাইল, বাখানিল।

ছন্দ : আলাওলের 'পদ্মাবতী' পাঁচালি জাতীয় রচনা। আলাওলের মতে তিনি 'সরস পয়ার'-এর রচয়িতা :

পূর্ণঘট কদলী স্থাপিলা দ্বারে দ্বারে। ৮ + ৬
নৃত্য গীত আনন্দ বাজায় পুণ্য দেশ॥ ৮ + ৬

(র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড পৃ: ১৬৭)

পদগীতে তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, ছন্দের ব্যবহার চোখে পড়ে ছন্দশাস্ত্রে আলাওলের বুৎপত্তি ছিল। প্রাকৃতপৈঙ্গালের কবির পরিচয় ছিল নিবিড়। একটি পদগীতে রয়েছে সংস্কৃত ভুজঙ্গাপ্রয়াত ছন্দ :

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে
পতি প্রতি ঠারে গতি লঙ্কাগারে।

বাংলা ও ব্রজবুলি দু'জাতীয় পদেই ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বিন্যাস লক্ষণীয় :

সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি।
বহুল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিধি। (চিতোর আগমন খণ্ড পৃ: ২৬০)

চার + চার + আট মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন :

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়নযুগ
কামিনীমোহন কটাখহীন ভেল।
প্রেমামোদে বিহ্বল সতত বহয় লোর
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি গেল॥ (পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ড পৃঃ ১৯২)

তানপ্রধান ছন্দের মধ্যে লঘুচালের লঘু ত্রিপদী ছন্দটি আলাওলের একাধিক পদগানে পাওয়া যায়। র-সেন পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের অন্তর্গত বসন্তরাগের পদটি :

কেশ কুরাইয়া কুসুমে রচিয়া
গুম্থিল ত্রিগুণ বেণী।
পাটের থোপন কনক বন্ধন
বিরাজিত র-মণি॥ (র-সেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড)

আলাওলের পদ্মাবতীতে বর্ণনাত্মক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ি এবং সঙ্গীতময় পদরীতির প্রয়োগে আলাওলের ছন্দ বৈচিত্র্যময়।

অলঙ্কার : উৎপ্রেক্ষা ও উপমা অলঙ্কারে কখনো বা অনুপ্রাসের ছটায় 'পদ্মাবতী' পূর্ণ। পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁট খণ্ডে র-সেন যখন বাসরশয্যায় আসীন তখন তাঁর সৌন্দর্য ঃ

অতি সুনির্মল যেন দর্পণের কায়া।
একদিগে মূর্তি দেখি আর দিগে ছায়া॥
তাতে শশী অপ্সরা বেষ্টিত সখীগণ।
যোগ-সিদ্ধি ফলে পাইল অমরা ভবন॥
* * * * *
সেই শয্যা উপরে বসিলা র-সেন।
অপ্সরা বেষ্টিত ইন্দ্র স্বর্গরাজ যেন॥

সখী বেষ্টিত র-সেনকে যেন অপ্সরা সুশোভিত ইন্দ্রের মতোই দেখাচ্ছে। বাচ্যোৎপ্রেক্ষার এই উদাহরণটি গতানুগতিক হলেও পরিবেশসম্মত।

বিবাহের বাসরসজ্জার শেষে পদ্মাবতীর রূপটির উপমা সংস্কৃত সাহিত্যের মতো হলেও নায়িকার মনস্তত্ত্বের বর্ণনায় সুন্দর :

পতি-রতি-শ্রমে সতী গতি অতি মন্দ।
বিধুন্তুদ দলনে নীরস যেন চান্দ॥ (র-সেন-পদ্মাবতী ভেঁটখণ্ড)

রতিশ্রান্ত পদ্মাবতী যেন গ্রহণগ্রস্ত চাঁদ। উপমাটি জায়সী থেকে গৃহীত। আলাওল বাংলাদেশের কবি তাই তাঁর অলঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণের অনুষঙ্গ এসে যায় :

সুচরিতা সখীগণ পরম সুন্দরী।
সতত করন্ত সেবা নানা বেশ ধরি॥
* * * *
যেন রাসমণ্ডলে গোপিনী পীতবাসে।
ষট্ঋতু নানাসুখে ভুঞ্জে নানারসে॥

সখীরা মণ্ডলী আকারে র-সেনের সঙ্গে বসন্ত নৃত্যগীতে মশগুল দেখে মনে হয় যেন কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্য উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের এই বাঙালিয়ানা পাঠকদের কাছে মনোজ্ঞ।

র-সেন যখন তাঁর শ্বশুরগৃহ থেকে বিদায় নিচ্ছেন তখন তাঁর সংলাপে আছে অনুপ্রাসের ধ্বনিঝঙ্কার :

ভিখারী যোগীকে তুমি করিলা নৃপতি ॥
তোমা পদে জন্মে জন্মে রহুক ভকতি।

৩ অক্ষরের অত্যানুপ্রাস, ন্ম-এর দুবার অনুরণন সব মিলিয়ে বৃত্ত্যানুপ্রসারে সৌন্দর্য ভারতচন্দ্রের মতো না হলেও যথাযথ বলেই মনে হয় অন্তত মধ্যযুগের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কবি হিসেবে অলঙ্কার প্রয়োগে আলাওল সফল।

চিত্রকল্প ঃ চিত্রকল্প সম্পর্কে এজরা পাউণ্ড মন্তব্য করেছে : 'An image is that which presents and intellectual and emotoinal complex in an instant of time'— 'পদ্মাবতী'র পাঠ্যাংশের চিত্রকল্পে মনন, ভাবাবেগ ও মুহূর্তের মেলবন্ধন ঘটেছে—যা এক কথায় মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলিকাররা ছাড়া অন্য কবিদের কাব্যে ফুটেছে কম। পদ্মাবতী-র-সেন ভেঁটখণ্ডের একটি চিত্রকল্প :

(১) হীরার ইটাল সব কর্পূর যতন।
চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রতন ॥
গজমুক্তা দহিলা লাগাইলা তার চুন।
বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ॥

দ্বিতীয় চিত্রকল্পটি ত্রিপদী ছন্দে লেখা র-সেনের বরবেশের ছবি :

(২) মস্তকে কিরিট শোভে দেখি সুরপতি লোভে
জলদ উপরে যেন ভানু ॥
চন্দন শোভএ ভালে মুক্তালোর তাহে দোলে
তারকা বেষ্টিত শশধর
রতনকুণ্ডল কানে তরুণ অরুণ জিনে
বালক অরুণ নেত্রাধর ॥
বয়ানে ললাটে ফোঁটা জিনিয়া চন্দ্রিমা ছটা
কুণ্ডল অধর সুনয়ন।
চন্দ্রার্ক মণ্ডলী দেখি রাহু বলহীন লখি
রহে সুর মুকুট শরণ ॥

এই চিত্রকল্পে বর্ণ, মনন, ভাষাচাতুর্য সবকিছুই আলাওলের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

উপসংহার—আলাওল স্বভাবকবিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজসভায় কবি হিসেবে তিনি পরিশ্রমসিদ্ধ কবিত্বে আস্থাশীল। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড়ো scholar poet. এ সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহ তাঁর পদ্মাবতী কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাস্তবিক তাঁহার সমান পণ্ডিত কবি সে যুগে আর কেহই ছিলেন না।'

র-সেন বিদায় খণ্ডের তাৎপর্য : বাংলাদেশের বিবাহের পর কন্যা-বিদায়ের দিনটি সর্বাপেক্ষা বেদনাবিধুর। কন্যাসন্তান পরের ঘরে যাবার জন্যই সৃষ্ট—এই ঐতিহ্যবাহী ধারণা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে যাবার সময় নববিবাহিতা তরুণী কন্যার মনে থাকে শঙ্কা। পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরিবেশে যেতে হয় নববধূকে কাজেই কন্যাও বিলাপ করে বাবা মায়ের কাছে। বাবা জামাতাকে পুত্রসম জ্ঞান করে উপদেশ দেন—যাতে বধূর দাম্পত্যজীবন সুখের হয়।